শিকওয়া ও জবাব-ই-শিকওয়া

ইকবাল

চিরায়ত গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শিকওয়া
ও
জবাব-ই-শিকওয়া

ইকবাল

অনুবাদ ।। গোলাম মোস্তফা

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১১৫

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ

ভাদ্র ১৪০১ ❑ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

প্রকাশক
রবিশঙ্কর মৈত্রী
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৫০০৪৭১

কম্পিউটার কম্পোজ
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কম্পিউটার বিভাগ

মুদ্রণ
সুদীপ্ত প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজেস
৮/৮ নীলক্ষেত বাবুপুরা ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য ॥ পঁচিশ টাকা

ISBN-984-18-0114-X

www.pathagar.com

ভূমিকা

ইকবাল একদা স্বপ্ন দেখেছিলেন পাকিস্তান নামক একটি মুসলিম রাষ্ট্রের। তাঁর এই স্বপ্নের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছিল বাংলার মধ্যবিত্ত মুসলমান জনসাধারণ। বাংলার মুসলমানের এই একাত্মতার কারণেই এক সময় ইকবালের স্বপ্ন অনেকটা বিকৃত রূপ নিয়ে হলেও বাস্তবায়িত হতে পেরেছিল। অথচ এই ইকবালেরই কবিসত্তা ছিল অখণ্ড ভারতীয়ত্বের চেতনায় দীপ্তিমান। পাকিস্তান নামক এক উদ্ভট রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে বাংলার মুসলমানের কাছে ইকবাল নামটি হয়ে উঠেছিল বহুলভাবে শ্রুত এবং ইকবাল সম্পর্কিত চর্চা ছিল রাষ্ট্রীয় সমর্থনপুষ্ট। সে কারণেই এক সময় বাংলায় ইকবালচর্চা ছিল অবিরল ব্যাপার। তবে কবি ইকবাল–এর চেয়ে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ইকবাল ছিলেন সেই আলোচনার প্রধান বিষয়। অথচ দার্শনিকতা ও কবিত্ব এই দুই কারণেই ইকবাল রবীন্দ্রনাথের মতই প্রাসঙ্গিক এই উপমহাদেশের মানুষের কাছে। তাই পাকিস্তানের চেতনামুক্ত এই বাংলাদেশে ইকবালের কবিত্ব ও দার্শনিকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা শিক্ষিত বাঙালিমাত্রেরই কাম্য। না হলে অন্তত একজন মহৎ কবির ঋদ্ধিমান পৃথিবী থেকে বঞ্চিত থাকব আমরা।

ইকবালের জন্ম ১৮৭৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি (প্রকৃত জন্মসাল নিয়ে প্রচুর বিবাদ রয়েছে। মতান্তরে ১৮৭৩, মতান্তরে ১৮৭৬। তবে অধিকাংশ গবেষক ১৮৭৭ সালকে তাঁর প্রকৃত জন্মসাল বলে গণ্য করেন) বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোট শহরে। ইকবালের পূর্ণ নাম মুহম্মদ ইকবাল। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ। ইকবালের পিতা শেখ নূর মুহম্মদ ব্যবসা করতেন। নিজে উচ্চশিক্ষিত না হলেও তাঁর বন্ধুমহল ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত। ফলে ইংরেজি শিক্ষা সংক্রান্ত ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত ছিলেন তিনি। পিতার বন্ধু শিয়ালকোট মারে কলেজের আরবি–ফারসি ভাষার অধ্যাপক সৈয়দ মীর হাসানের সান্নিধ্যের ফলে ইকবালের অনুরাগ জন্মে ফারসি ভাষার প্রতি। ১৮৯৫ সালে এফ এ পাশ করার পর ইকবাল ভর্তি হন লাহোর সরকারী কলেজে। এখানে তিনি ঘনিষ্ঠ হন আরবি ভাষা ও দর্শনের অধ্যাপক টি. ডাবলিউ. আরনল্ড–এর সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকেও প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত হন ইকবাল। ১৮৯৭ সালে বি এ পাশ করেন তিনি। এম এ পাশ করেন এর দুই বছর পর। ১৮৯৯ সালে লাহোরের আঞ্জুমানে হিমায়েতে ইসলামের এক সাহিত্য সভায় স্বরচিত কবিতা *'নালায়ে য়াতীম' (অনাথের আর্তনাদ)* পাঠ করে উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করার মধ্য দিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে সত্যিকারের অভিষেক ঘটে ইকবালের। কাব্যচর্চার প্রাথমিক যুগে তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছিল গভীর স্বদেশ–প্রীতি। তাঁর এই সময়কার বিখ্যাত কবিতাগুলো হচ্ছে *হিমালয়, হিন্দুস্তাঁ হামারা, সদায়ে দর্দ* (ব্যথার প্রতিধ্বনি), *তসঈরে দর্দ (ব্যথার ছবি), তারানা–এ–হিন্দী (ভারত–সঙ্গীত), নয়া শিওআলা (নতুন শিবালয়), মেরা ওয়াতান ওহী হ্যায় (সে–ই আমার*

www.pathagar.com

স্বদেশ)। *'মাখজন'* পত্রিকায় প্রথম কবিতা *হিমালয়* প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ইকবাল কাব্যামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। এই সময়ে রচিত কবিতাগুলোয় স্বদেশ-প্রেম ছাড়াও পাওয়া যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শিশুদের প্রতি সহানুভূতি ও উচ্চ ভাবুকতার পরিচয়। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সূত্রে এই সময় তাঁর কবিতায় ইংরেজ কবিদের প্রভাব পড়ে। ১৯৩০ সালে তাঁর লেখা এক চিঠি থেকে জানা যায় যে তিনি পাঁচ বছর ধরে জন মিল্টনের আদর্শে মহাকাব্য রচনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

এম এ পাশ করার পর লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ইকবাল। এরপর ১৯০৫ সালে তিনি য়োরোপে যান উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার জন্য। ইংলন্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন তিনি। সেখানে দর্শনের বিখ্যাত অধ্যাপক ড. ম্যাক টেগার্ট-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। কেম্ব্রিজ থেকে পারস্য-দর্শন বিষয়ে দর্শন শাস্ত্রে এম এ ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি জার্মানির ম্যুনিখ শহরে যান। ম্যুনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি *Development of mataphysics in Parsia* নামে পারস্য-দর্শন বিষয়ে যে অভিসন্দর্ভ জমা দেন সে জন্য তাঁকে পি এইচ ডি ডিগ্রি দেয়া হয়। অভিসন্দর্ভটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পর বিদ্বৎসমাজে তাঁর কদর বাড়তে থাকে। তাঁর প্রতি আহ্বান আসতে থাকে বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা দেয়ার জন্য। এ সময় ইসলাম সম্পর্কে তিনি ছয়টি বক্তৃতা দেন লন্ডনের কাক্সটন হলে। ইংলন্ডে অবস্থানকালে Lincon's Inn থেকে ইকবাল ব্যারিস্টার হন। ইংলন্ডে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাচ্যবিদ ড. এ. আর. নিকলসন-এর সঙ্গে। এই পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠতায় রূপ নেয়। প্রথম দিকে উর্দুতে কবিতা রচনা শুরু করলেও নিকলসনের উৎসাহে পরবর্তীতে ফারসি ভাষা হয়ে উঠেছিল তাঁর ভাবের প্রধান বাহন। ইকবাল *আসরারে খুদির* এক জায়গায় লিখেছিলেন,

'যদিও ভারতীয় ভাষা সুমিষ্ট ইক্ষুর মত
তবু সুমিষ্টতর ফারসি ভাষার ভঙ্গি।
সৌন্দর্যে তার অন্তর আমার হল আবিষ্ট
লেখনী আমার হল পল্লবের মত জ্বলন্ত কুঞ্জের।
আমার চিন্তাধারার ঐশ্বর্যের জন্য
শুধু ফারসিই হল এর বাহন।'

[অনুবাদ : সৈয়দ আবদুল মান্নান]

জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে পুনরায় উর্দু ভাষায় কিছু কবিতা লিখেছিলেন ইকবাল। তাঁর উর্দু কাব্যগুলো হচ্ছে : *শিকওয়া* (অভিযোগ) ১৯০৯, *জবাব ই শিকওয়া (অভিযোগের উত্তর)* ১৯১১, *বংগ ই দারা (ঘণ্টাধ্বনি)* ১৯২৪, *বাল ই জিবরিল (জিব্রাইলের ডানা)* ১৯৩৫, *যরব ই কালিম (মুসার লাঠি)* ১৯৩৬। আর ফারসি কাব্যগুলো হচ্ছে : *আসরারে খুদি* (আত্মার গান) ১৯১৫, *রমুজ ই বেখুদি (আত্মলোপের রহস্য)* ১৯১৮, *পয়জাম ই মাশরিক (প্রাচ্যের বাণী)*, *যবুর ই আজম (ডভিডের স্তোত্র)* ১৯২৭, *জাবিদনামা (অমরলিপি)* ১৯৩২ ও মৃত্যুর পর প্রকাশিত *আরমগান ই হিজাজ (হিজাজের অভিনব উপহার)*। কবিতার বইগুলো ছাড়া ইংরেজি গদ্যগ্রন্থ *The Reconstruction of Religious thought in Islam* তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

www.pathagar.com

এ. আর. নিকলসনকৃত *আসরারে খুদির* অনুবাদ *Secrets of the self* ইকবালকে পাশ্চাত্য দুনিয়ায় আদৃত করে। পাশ্চাত্যে অবস্থানকালে তাঁর চৈতন্যে যে অভিঘাত সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মত প্রণিধানযোগ্য :

> 'ইয়ুরোপ প্রবাসকালে তাঁহার ভাবরাজ্যে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। এশিয়ার ভাবুকতার সহিত ইয়ুরোপের কর্মপ্রিয়তার যোগ সাধিত হয়। কিন্তু তিনি লোকোক্তির রাজহংসের ন্যায় ইয়ুরোপের মন্দ নীর ছাড়িয়া উত্তম ক্ষীরই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি ইয়ুরোপের অন্ধ অনুকরণ ছাড়িয়া তাহার যাহা কিছু উত্তম, তাহাই গ্রহণ করেন। এখন হইতে তাঁহার কবিতায় স্থিতির নিন্দা ও গতির উচ্চ প্রশংসা শুনিতে পাই। ইয়ুরোপের আত্মগ্রাসী জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে তিনি বিশ্বাশ্লেষী আন্তর্জাতীয়তার মহিমা কীর্তন করিতে থাকেন। তিনি নিট্‌শের শয়তানিক Superman (অতিমানুষের) স্থলে ইসলামের ঐশ্বরিক 'মুমিনে'র (বিশ্বাসীর) জয় ঘোষণা করিতে থাকেন। ... তাঁহার দিব্য দৃষ্টি ইয়ুরোপের বাহিরের অসার তুষের মধ্যে তাহার ভিতরের সারশস্যকে লক্ষ্য করিয়াছিল।

তাঁর প্রতিভা বা ক্ষমতার পরিচয় এক কথায় দিতে গেলে বলতে হয় : একই সঙ্গে তিনি ছিলেন প্রতিভাধর বাগ্মী, অসাধারণ ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ, কূট রাজনীতিবিদ, একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ওযশস্বী আইনজ্ঞ, খ্যাতিমান অধ্যাপক এবং শিল্পকলার সূক্ষ্ম সমালোচক।

ইকবালের কবিতায় একদিকে যেমন রয়েছে নম্র মিস্টিক চেতনা, অন্যদিকে রয়েছে তেমনই তীব্র স্বাদেশিক ভাবনার প্রকাশ। 'স্যারে জাহাঁসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা' এই জনপ্রিয় গানের মধ্য দিয়ে তাঁর সেই নিবিড় দেশানুরাগ স্পন্দিত হয়েছে।

য়োরোপ ভ্রমণের পর সেখানকার জীবনযাত্রা দেখে পশ্চিমী জড়বাদে আস্থা হারিয়েছিলেন তিনি। শক্তিপ্রমত্ত য়োরোপই তাঁকে ক্রমান্বয়ে 'খুদি' তথা 'আত্ম-উদ্বোধনের' ব্রতে দীক্ষিত করে তোলে। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল : প্রাচ্যদেশ থেকে প্রচারিত ইসলামের আদর্শ পৃথিবীতে আবার মৈত্রী ও মুক্তির মন্ত্র ফিরিয়ে আনবে।

ইকবালের রচনা উর্দু গজলের ক্ষেত্রে নতুন গতির সঞ্চার করেছে। উর্দু গজল একসময় ছিল কেবল সূক্ষ্ম প্রেমভাবনার বাহন ; ইকবালের হাতের ছোঁয়া পেয়ে সেই গজলে প্রতিফলিত হতে শুরু করে সমকালীন সমাজ ও জীবন।

ইকবালের সমগ্র কাব্য নিবিষ্টভাবে পাঠ করলে দেখা যায় যে তাঁর সমগ্র চিন্তাধারার মূল উৎস হচ্ছে তাঁর দার্শনিকতা। *শিকওয়া* ও *জবাব-ই-শিকওয়া* তাঁর দুই বিখ্যাত কাব্য। এর মধ্যে শিকওয়া অনেক বেশি খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ইকবালের কাব্যদর্শনের মূল সুর পথ খুঁজে পেয়েছিল *শিকওয়ার* মধ্যে। ইকবালের কাব্যদর্শনের মূলকথা : মানুষের জীবনের মহান লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে তাকে অনুসরণ করতে হবে শক্তি ও সাহসের আদর্শকে। ইকবালের মতে মানুষের জীবনের উচ্চতম ও মহান লক্ষ্যটি হচ্ছে মানবতার সেবা। তাঁর বিশ্বাস ছিল মানবতার সেবা করার এবং মানব জীবনের সকল বৈষম্যকে বিতাড়ন করার সর্বোত্তম উপায় ইসলামের পথে চলা।

www.pathagar.com

একটি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ইকবালের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষায়—

> বঙ্কিম চাহিয়াছিলেন স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি ও মুক্তি, ইকবালেরও তাহাই কাম্য ছিল। বঙ্কিমের স্বদেশ ছিল বাঙ্গালাদেশ আর তাঁহার স্বজাতি ছিল বাঙ্গালী হিন্দু। ইকবালের স্বদেশ সমস্ত ইসলাম জগৎ আর তাঁহার স্বজাতি বিশ্বের মুসলমান।

সেজন্যেই বঙ্কিম লিখেছেন :

বন্দে মাতরং
সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

আর ইকবাল লিখেছেন *তরানা* বা *জাতীয় সঙ্গীত*

চীন ও আরব হামারা, হিন্দুস্তাঁ হামারা
মুসলিম হায় হম, অতন হায় সারা জাহাঁ হামারা
(আরব আমাদের, চীন আমাদের, হিন্দুস্তান, আমাদের
আমরা মুসলিম, বিশ্বজগৎ আমাদের বাসস্থান।)

ইকবালের ইসলাম সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ ইসলাম নয়, তাঁর ইসলাম বিশ্বমানবিক সত্তার ইসলাম। ইকবাল বিশ্বাস করতেন 'দেশ, জাতি, বর্ণ, ভাষা, অভিজাত-অন্ত্যজ, ধনিক-শ্রমিক, সভ্য-অসভ্য ইত্যাদি সব ভেদগণ্ডী দূর করে ইসলাম এক বিশ্বভ্রাতৃসমাজ গঠন করতে পারে। মার্কসবাদীর যেমন স্বপ্ন ছিল কমিউনিজম দ্বারা বিশ্বমানবসমাজ গড়া তেমনি ইকবালের স্বপ্ন ছিল ইসলামের দ্বারা বিশ্বভ্রাতৃসমাজ গড়া। *শিকওয়া* এবং *জবাব ই শিকওয়া* এই দৃষ্টিকোণ থেকেই রচিত। *শিকওয়া* এবং *জবাব ই শিকওয়ার* মূল কথা ইসলামের পথ থেকে দূরে যাওয়া হচ্ছে মানুষের পতনের কারণ। সত্যিকারের ইসলামের অনুসরণ করার মধ্যেই মানুষের মুক্তি।

বাংলায় ইকবালের যে কটি কাব্য অনূদিত হয়েছে তার মধ্যে *শিকওয়া* ও *জবাব ই শিকওয়া* অনূদিত হয়েছে সবচেয়ে বেশিবার। *শিকওয়া* ও *জবাব ই শিকওয়ার* কয়েকজন উল্লেখযোগ্য অনুবাদক হচ্ছেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, মনিরউদ্‌দীন ইউসুফ। এর মধ্যে গোলাম মোস্তফার (১৮৯৭—১৯৬৪) অনুবাদ ছন্দময়তা, বাণীরূপের স্বচ্ছতা এবং প্রাঞ্জলতায় অসাধারণ। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র আওতায় গোলাম মোস্তফার অনুবাদকে প্রকাশ করা হল। দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশে ইকবাল রচিত কাব্যের অনুবাদসহ গোলাম মোস্তফার গ্রন্থাবলী দুষ্প্রাপ্য হয়ে আছে। এই প্রেক্ষিতে ইকবালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্ম এবং গোলাম মোস্তফার উল্লেখযোগ্য এই অনুবাদকর্মটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইকবালের কাব্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হিসাবে অভিহিত *আসরারে খুদির* সৈয়দ আবদুল মান্নানকৃত অনুবাদও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র আওতায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে।

আহমাদ মাযহার
৩৩৫ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ঢাকা ১২০৫

www.pathagar.com

শিকওয়া

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১

ক্ষতিই কেন সইব বল? লাভের আশা রাখব না?
অতীত্ নিয়েই থাক্‌ব ব'সে—ভবিষ্যৎ কি ভাব্‌ব না?
চুপ্‌টি ক'রে বোবার মত্‌ন শুন্‌ব কি গান বুল্‌বুলির?
ফুল কি আমি? ফুলের মতই রইব নীরব নম্রশির?
কণ্ঠে আমার অগ্নিবাণী—সেই সাহসেই আজকে ভাই
খোদার নামে ক'রব নালিশ! মুখে আমার পড়ুক ছাই!

২

সত্য বটে, আমরা তোমার বান্দা সবাই ভক্তপ্রাণ,
তবু আজি লাচার হয়েই গাইতে হ'ল ব্যথার গান।
কণ্ঠবীণা নীরব—তবু ফরিয়াদে পূর্ণ বুক,
ঠোঁটের কাছে গান আসে ত কেমন ক'রে রইব মূক?
এয় খোদা, আজ শোন কিছু অভিযোগও প্রেমিকদের
ভক্তদিগের মুখে শোন নিন্দাবাদও একটু ফের।

৩

অজুদ তোমার মজুদ ছিল আয্‌ল থেকেই—সে নিশ্চয়
কিন্তু ছিলে সমীর-হারা গুল্‌বাগে ফুল যেমন রয়।
ইন্‌সাফেরই দোহাই দিয়ে শুধাই তোমায়—কও আমায়;
খুশ্‌-বু তোমার ছড়াত কে—না এলে এই প্রভাত বায়?
তোমার খুশির তরেই ছিল পেরেশান সব ভক্তদল,
নয় কি ছিল তোমার নবীর উম্মতেরা সব পাগল?

৪

মোদের আগে এই দুনিয়ার দৃশ ছিল—চমৎকার!
পূজত কেহ পাথর-নুড়ি—বৃক্ষলতা কেউ আবার,
সাকার পূজাই ক'রত যারা—মান্‌ত না কেউ না-দেখায়,
তারাই আবার কেমন করে পূজবে নিরাকার খোদায়!
বল্‌তে পার : এই দুনিয়ায় নিত' কি কেউ তোমার নাম?
মুসলমানের বাজুর জোরেই কর্‌লে হাসিল্ সেই-সে কাম!

আয্‌ল—অনাদিকাল। উম্মৎ—শিষ্য-সম্প্রদায়।

www.pathagar.com

৫

সেল্‌জুক আর তুরানীরা বাস করিত হেথায় বেশ,
চীন দেশেতে ছিল চীনা—সাসানীরা ইরান-দেশ।
এই ধরাতেই ছিল প্রাচীন সভ্যজাতি ইউনানী,
ইহুদী আর নাসারারা—জানি মোরা—তাও জানি।
কিন্তু, বল, তোমার তরে তেগ্‌-তলোয়ার ধরল কে?
বিগ্‌ড়ে-যাওয়া তোমার বিধান কায়েম আবার ক'র্‌ল কে?

৬

মোরাই ছিলাম যোদ্ধা তোমার—বীর-মুজাহিদ—সে নির্ভীক
স্থলে-জলে তোমার তরে যুদ্ধ দিছি দিক্‌বিদিক্‌।
কখনো বা আযান দিছি ইউরোপের ওই গীর্জাতে
কখনো বা তপ্ত-বালু আফ্রিকার ওই সেহ্‌রাতে।
তুচ্ছ ছিল মোদের চোখে শান্‌-শওকৎ বাদশাদের,
তেগের তলেও পাঠ করেছি কল্‌মা তোমার তৌহীদের!

৭

যুদ্ধ-বিপদ মাথায় নিতেই ছিল যেন মোদের প্রাণ,
মরণ যেন ছিল মোদের রাখ্‌তে শুধু তোমার মান।
অস্ত্র মোরা নেইনি হাতে রাজ্য-জয়ের মতলবে,
ধনের লোভে জান্‌-হাতে কে যুদ্ধ দিতে যায় কবে?
রত্ন-মাণিক হত'ই যদি মোদের কাছে খুব দামী—
বুৎ না-বেচে—বুৎ-শিকানির নিলাম কেন বদ্‌নামি?

৮

যুদ্ধে গেলে পিছ-পা কভু হইনি মোরা ময়দানে
সিংহ-সম শত্রু এলেও হটিয়ে দিছি সবখানে।
বিদ্রোহী কেউ হ'লে তোমার—ছিল না তার রক্ষা আর
অসি কেন? তোপের মুখেও বুক পেতেছি নির্বিকার!
আমরাই ত সবার মনে দাগ কেটেছি তৌহীদের
শুনিয়ে দিছি তোমার বাণী আঘাত খেয়েও খঞ্জরের!

সেলেজুক—তুর্কীদিগের পূর্বপুরুষ। সাসানী—Sasanides. ইউনানী—গ্রীক। বুৎ-শিকানি—প্রতিমা ভঙ্গ করা। তৌহীদ—একত্ববাদ।

www.pathagar.com

৯

তুমিই বল, কে ভেঙেছে দুর্গ-দুয়ার খায়বারের?
কাদের হাতে ধ্বংস হ'ল রাজ ও পাট কাইসারের?
মিটালো কে হাতের-গড়া দেবদেবীদের মিথ্যা নাম?
কাফিরদিগের সৈনদলে পাঠিয়ে দিল জাহান্নাম?
কে নিভালো যুগান্তরের হোম-শিখা ওই পারশ্যের?
কায়েম সেথায় ক'রল কারা তোমার প্রেমের চর্চা ফের?

১০

কোন্ জাতি সে তোমার ছাড়া অন্য কারেও চায়নি আর?
যুদ্ধ দেছে তোমার তরে—করেছে তার জান্ নিসার?
জাহান-কোষা শাম্‌শির কার? জগৎ-জোড়া কার শাসন?
তক্‌বীরে কার উঠত জেগে সুপ্তি-মগন সব ভুবন?
কাদের ভয়ে মূর্তিগুলো থরথরিয়ে কাঁপ্‌ত সব?
মুখ থুব্‌ড়ে বল্‌ত চুপে "হু আল্লাহু আহাদ" রব?

১১

যুদ্ধ-মাঝে নামায পড়ার ওয়াক্ত্ যখন আস্‌ত ঠিক
সিজ্‌দা দিতাম কিব্‌লা-মুখে না-চেয়ে কেউ অন্যদিক।
'মামুদ'-'আয়াজ' দাঁড়িয়ে যেত এক-কাতারে এক-সাথে,
তফাৎ কিছুই থাক্‌ত নাক' মনিব এবং বান্দাতে।
সাহেব-গোলাম বাদশা-ফকীর্ সুর মিলাতো এক-তারে,
ফারাক্ কিছুই রইত নাক' এলে তোমার দরবারে।

১২

সন্ধ্যা-সকাল ফিরনু মোরা বিশ্ব-ধরার মহ্‌ফিলে,
তৌহীদেরই প্রেমের শারাব বিলিয়ে দিলাম সব দিলে,
তোমার কালাম পৌঁছে দিলাম পাহাড়-মরু-প্রান্তরে,
ফিরেছি কি কোথাও, বল, ব্যর্থ-বিফল অন্তরে!
মরু কেন? সাগর-জলেও ছিলাম মোরা, সে দুর্বার,
আট্‌লান্টিক্-বুকেও মোদের ঝাঁপিয়ে প'ল ঘোড়্-সোয়ার্!

খায়বার-দুর্গ—মদিনার ইহুদীদিগের দুর্গ প্রাচীর। কাইসার—রোমক সম্রাট। হু আল্লাহু আহাদ—আল্লাহ্ এক। মামুদ—সুলতান মাহমুদ গজনবী। আয়াজ—তাঁহার ভৃত্য।

www.pathagar.com

১৩

মিটিয়ে দিলাম কালের পাতায় দাগ ছিল যা অসত্যের,
মানবতায় মুক্তি দিলাম—শিকল কাটি' দাসত্বের।
তোমার কা'বার পেশানিতে, প্রেম-চুম্বন দিলাম দান,
ছিনায়-ছিনায় গেঁথে নিলাম তোমার বাণী পাক্-কুর্আন্।
তবু মোরা নই ওফাদার?—এ কী কথা আজ কহ?
মোরা যদি নই ওফাদার,—তুমিও দিল্দার নহ!

১৪

আরও অনেক জাতি আছে—করছে তারাও অনেক পাপ,
কেউ বা ভীরু, অহংকারী, কেউ বা যালিম—বে-ইন্সাফ্।
কেউ বা কাহিল্, কেউ বা গাফিল্, অতি-চালাক কেউ বা আর,
হাজারো লোক আছে—যারা তোমার নামে হয় বেজার!
তবু দেখি, তাদের ঘরেই বর্ষ আশিস্ নিরন্তর—
বাজ পড়িতে পড়ে শুধুই মুসলমানের মাথার 'পর!

১৫

মন্দিরেতে মূর্তিগুলো কয় হেসে : "দ্যাখ্, আপদ যায়!
কা'বার যারা রক্ষক—সেই মুসলমান আজ নেয় বিদায়!
উট-ওয়ালা কাফেলারা ছাড়ছে যুগের এ-মঞ্জিল
বগল-তলে কুরআন্ নিয়ে যাচ্ছে চলে গোমরা-দিল!"
কাফিররা আজ হাসছে বসে, তোমার কি নাই লজ্জাবোধ?
তোমার সাধের তৌহীদ হায় হচ্ছে যে আজ তামাম্-শোদ্!

১৬

তোমার সভায় কথা বলার নাইক যাদের যোগ্যতাই—
পাচ্ছে তারাও ধন-দৌল! বেশত! তাতেও দুঃখ নাই!
কিন্তু একী! কাফিররা পায় এই ধরাতেই "হুর-কসুর,"
মুসলমানের বেলায় শুধুই ওয়াদা হুরের—স্বর্গপুর!
আফ্সোস্! আর আগের মতন নওক' তুমি মেহেরবান,
ব্যাপারটা কী! এখন কেন দাও না মোদের তেমন দান?

'ওফাদার—কৃতজ্ঞ। দিলদার—হৃদয়বান

www.pathagar.com

১৭

মুসলমানের ভাগ্যে এমন দৈন্য কেন নাম্‌ল হায়!
অসীম তোমার শক্তি—তুমি করতে পার মন যা' চায়।
মরুর বুকে পার তুমি ফুল ফুটাতে বুদ্‌বুদের
মরীচিকাও হ'তে পারে স্নিগ্ধ পানি পথিকদের।
সইছি মোরা জিল্লাতি আর দুষমন্‌দের টিট্‌কারী
তোমার তরে জান দিয়েছি—বদ্‌লা দিলে এই তারি?

১৮

দুনিয়া এখন মোদের ছেড়ে দুষমনদের দেয় পিয়ার
আমরা এখন বেকুফদিগের স্বর্গে আছি—চমৎকার!
আমরা ত আজ হচ্ছি বিদায়! নিচ্ছে তারাই কর্মভার,
দেখো, যেন শেষটা না কও "তৌহীদ নাই বিশ্বে আর!"
আমরা ত চাই—এই দুনিয়ায় কায়েম থাকুক তোমার নাম,
কিন্তু সেটা সম্ভব কী? সাকী ছাড়া থাক্‌বে জাম?

১৯

তোমার সভা নীরব হ'ল, বিদায় নিল প্রেমিক দল
রাতের কাঁদন নইক এখন, নাইক ভোরের অশ্রুজল!
দিল্ দিয়েছে, পেয়েও গেছে তারা তোমার খুশির দান
কিন্তু তাদের পত্র-পাঠই বিদায় দেছ—দাওনি মান!
যে-আশিক্ আজ গেল চলে আস্‌বে ব'লে আরেক দিন
তারে এখন খুঁজতে হবে জ্বালি' তোমার রূপ-রঙীন্।

২০

কায়েস যেথা, লায়লী সেথা—সেইত বাজে ব্যথার বীণ
নেজ্‌দ্-গিরির উপত্যকায় নাচছে আজো সেই হরিণ।
সেই ত আছে আশিক্-মাশুক্—রূপের যাদু—প্রেমের ফুল,
আজো আছে সেই উম্মৎ—সেই তুমি আর সেই-রসুল,
তবু কেন এই অভিশাপ! বুঝি নাক' এর মানে—
খাম্‌খা কেন দিচ্ছ ব্যথা তোমার প্রেমিকদের প্রাণে।

সাকী—সুরা-পরিবেশনকারী। জাম—পানপাত্র।

www.pathagar.com

২১

ছেড়েছি কি আমরা তোমায়? কিংবা তোমার নূরনবী?
বুৎ-পূজা কি করছি মোরা? বুৎ বেচে কি খাই সবি?
মোদের দিলে নাই কি এখন তোমার নবীর মুহব্বৎ?
ভুলেছি কি 'উবায়েস' আর 'সাল্‌মাঁর' সেই প্রেমের পথ?
আজও জ্বলে মোদের সিনায় বহ্নি-শিখা তক্‌বীরের
বেলাল সম ভক্তি মোদের আজও আছে তৌহীদের।

২২

মানি, মোদের প্রেম নহেক আগের মতন গভীর আর,
নইক মোরা—যেমন ছিলাম সাচ্চা খাঁটি ঈমানদার।
লক্ষ্যহারা চঞ্চল মন, কিব্‌লা মোদের নাইক' ঠিক,
তোমার প্রেমের পথ ছেড়ে আজ চলছি মোরা দিক্‌বিদিক্‌,
তুমিই বা সে কম কিসে আর?—কইতে যে পাই শরম-লাজ,
সবার সাথেই কর্‌ছ ত প্রেম! ধরেছ 'হরযায়ী'র সাজ!

২৩

ফারাণ-গিরির শীর্ষে যেদিন পূর্ণ হল দীন্‌-ইসলাম,
এক নিমেষেই দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গেল তোমার নাম।
প্রেমের আগুন উঠল জ্বলে দিকে দিকে সব হিয়ায়
জল্‌সা হ'ল গুলজার ফের তোমার নূরের দীপ-শিখায়,
আজ কেন নাই মোদের দিলে তোমার তরে সেই সে প্রেম?
ভুলে গেলে? আমরা তোমার—সবহারা ত সেই খাদেম!

উবায়েস্‌—রসুল-প্রেমিক উবায়েস্‌ করনী। রসুলুল্লার দান্দান শহীদ হইয়াছে শুনিয়া তিনি নিজের সমস্ত দাঁত ভাঙিয়া ফেলিয়াছিলেন।
সাল্‌মাঁ—সাল্‌মান্‌ ফারসী। রসুলুল্লার প্রেমে ইনিও দেশত্যাগ করিয়া মদিনায় আসিয়াছিলেন।
'হরযায়ী'—বহু-বিলাসিনী। বিপরীত শব্দ—'একযায়ী'।
ফারাণ—আরবের একটি পর্বত।

www.pathagar.com

২৪

নেজ্‌দে এখন আগের মতন সুর শুনিনা জিঞ্জিরের
লায়লীতরে হাওদাতে আর দেয়না উঁকি কায়েস ফের।
কোথায় আজি সেই সে হৃদয়? কোথায় আজি সে উস্মিদ?
ঘর আমাদের উজাড় আজি! ঘিরেছে আজ মরণ-নিদ্‌!
সেই শুভদিন আস্‌বে কি ফের—যেদিন মোদের জল্‌সাতে
আস্‌বে তুমি বোর্কা খুলে রূপের আলোক-সজ্জাতে!

২৫

কুঞ্জবনে অপর সবাই ফূর্তি করে—পুলক-প্রাণ
শারাব-হাতে শুন্‌ছে বসে "কুহু-কুহু" কোয়েল-তান,
সেই সে খুশির জলসা থেকে নির্জনে সে অনেক দূর
তোমার প্রেমের দিওয়ানারাও শুন্‌তে চাহে "হু-হু"র সুর!
তোমার প্রেমের পতঙ্গদের দাও দহনের সাধ আবার
বিজলী দিয়ে জাগাও তাদের সুপ্ত-নীরব হৃদয়-তার।

২৬

হেজয্‌ পানে চল্‌ছে আবার পথ-ভোলা সেই যাত্রিদল,
পাখ্‌না-ভাঙ্গা বুল্‌বুল্‌ ফের উড়ছে দেখ গগন-তল,
কুঁড়ির বুকে গন্ধ কাঁদে, ফুটবে কবে—তাই ভাবে,
দাও ছুঁয়ে তার হৃদয়-বীণা তোমার সুরের মিজ্‌রাবে।
বন্দী হ'য়ে ঘুমিয়ে আছে সেথায় অনেক অগ্নি-সুর
সেই আগুনে পুড়বে আবার মোদের নতুন পাহাড়-'তুর'!

২৭

তোমার নবীর উম্মৎদের মুশ্‌কিলে আজ দাও আসান
পিপীলিকায় কর আবার সুলায়মানের শক্তিদান।
বিলাও তোমার প্রেম-মদিরা—সুলভ কর মূল্য তার,
হিন্দের এই সন্ন্যাসীদের বানাও মুসলমান আবার!
অনেক দিনের ব্যর্থ আশায় ঝরছে চোখে তপ্ত খুন,
তীক্ষ্ণ ছুরির তীব্র আঘাত,—জ্বলছে বুকে তাই আগুন!

নেজ্‌দ্‌—আরবের একটি মরু-প্রদেশ। লায়লী—মজনুর প্রেমিকা। কায়েস—মজনুর আসল নাম।
'হু-হু'র সুর—'হু' অর্থে আল্লাহ্‌।

www.pathagar.com

২৮

ফুল-বাগিচায় ফুলের বুকে গোপন ছিল যে-খবর
গন্ধ তারেই করল প্রচার—সাজ্‌ল সে তার গুপ্তচর।
চমন-বাগের নাই শোভা আর, শেষ হয়েছে ফুল-ফসল,
গানের পাখী উড়ে গেছে—স্তব্ধ এখন কানন-তল!
এক বুল্‌বুল্‌ গাইছে তবু আজও সেথায় করুণ গান,
বিয়োগ-ব্যথার সুরে সুরে পূর্ণ আজো তাহার প্রাণ!

২৯

ডাল হ'তে আজ উড়ে গেছে ঘুঘু পাখী কোন্‌ সুদূর,
শুক্‌নো ফুলের পাপড়িগুলি পড়ছে ঝরে—করুণ-সুর।
কুঞ্জবনের ফুলবীথি—সব অনাদরে শুকিয়ে যায়
নগ্ন শাখা লজ্জাতে আজ মরণ-বরণ করতে চায়।
ফুল-মৌসুম নাই তবুও গায় বুল্‌বুল্‌ এক-মনে
হায় রে, যদি শুন্‌ত কেহ তার এ করুণ ক্রন্দনে।

৩০

বেঁচেও কোন আনন্দ নাই, মরণেতেও নাইক সুখ,
সুখ কিছু পাই চিবিয়ে খেলে খুনরাঙা এই আমার বুক।
অনেক আছে পান্না-হীরা আমার দিলের আর্শিতে
ঝিক্‌মিকিয়ে উঠছে কত স্বপ্ন তাহার রোশ্‌নীতে!
কিন্তু কে আর দেখ্‌বে তারে! চৌদিকে মোর বিরাণ-বাগ,
লালা-ফুলেও নাই—যে বুকে ধরবে আমার ব্যথার দাগ!

৩১

আমার হিয়ার ক্রন্দনে আজ দীর্ণ হউক সবার দিল্‌
আমার "বাঙ্গ-ই-দারা"য় আবার উঠুক জেগে এ-মঞ্জিল।
নবীন প্রেমের অনুরাগে দৃপ্ত হউক সবার প্রাণ
নতুন পিয়াস নিয়ে করুক পুরানো এই শরাব পান।
আরব-দেশের শারাব আমার, পান-পিয়ালা ভিন্‌-দেশের,
হিন্দের গান হ'লই বা এ! হেজায্‌-পাকের সুর ত এর!

লালা—একপ্রকার লাল ফুল। বুকে তার কাল দাগ।

www.pathagar.com

জবাব-ই-শিকওয়া

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১

দিল্ থেকে যদি আসে কোন বাণী, প্রভাব রাখে সে সুনিশ্চয়,
পাখনা না থাক্, তবুও তাহার উর্ধ্বে উড়ার তাকৎ রয়।
পাক্ বিহিশ্‌তে জন্ম তাহার, টান থাকে তার তাই সেথায়,
ধূলার ধরায় রয় নাক' বাঁধা—নীল-আকাশের গান সে গায়।
প্রেম ছিল মোর বেয়াড়া ভীষণ, কোঁদল-পাকানো স্বভাব তার
বাগ মানিল না, তীব্র গতিতে চলিল ছুটিয়া আকাশ-পার।

২

আকাশ-বুড়ো—সে চমকিয়া কয় : কার কথা শুনি এইখানে?
তাহারা কহিল : তাই ত! দেখ ত উপর-তলার আসমানে!
চাঁদ কহে : হাঁ! হাঁ! মাটির মানুষ হবেই এ ঠিক! তারি এ-স্বর!
কয় ছায়াপথ : আমাদেরি মাঝে লুকালো কি সে ধূর্ত নর!
রিদ্‌ওয়ানই শুধু চিনিল আমারে—আমার করুণ কান্নাতে,
দেখেছিল সে যে আমারে সেদিন—ছাড়িনু যেদিন জান্নাতে!

৩

ফিরিশতারাও চঞ্চল হ'ল : "কার এ আওয়াজ?" কয় তারা,
রহস্য এর জানিতে সকল আরশবাসীই হয় সারা!
মাটির মানুষ উঠিল কি আজ পবিত্র এই আরশ-পর?
আদম-শিশু কি হ'ল এতবড় শক্তিময় ও ধুরন্ধর?
দুনিয়ার এই মানুষ গুলো—সে কত ধড়িবাজ! দেখেছে ভাই!
রূঢ় ভাষায় কথা বলে এরা! আদব-লেহাজ মোটেই নাই!

৪

এতই ইহারা বে-তমীজ ভাই! খোদার পানেও চোখ রাঙায়!
এই মানুষেরই পায়ে দিয়েছিল ফিরিশতাকুল সিজ্‌দা, হায়!
জ্ঞান-বিজ্ঞান তত্ত্ব-কথায় ইহাদের জুড়ি নাহিক আর,
কিন্তু ইহারা উদ্ধত বড়! জানে না কোনই শিষ্টাচার!
এরাই-কেবল ভাষা জানে, তাই গুমর কত সে! বাপ্‌রে বাপ্!
ভদ্র ভাষা ত শিখিল না কেউ! নাদান্‌রা সব বদ্-স্বভাব!

রিদওয়ান—বিহিশতের দ্বার-রক্ষক।

www.pathagar.com

৫

হঠাৎ আসিল কালাম-ই-আযীম : তোমার এ গানে কাঁদায় প্রাণ,
হৃদয় হইতে উছলিয়া-পড়া তোমার প্রেমের এই সে গান।
আকাশেরও দিল্ কেঁদে ওঠে আজ তোমার করুণ কান্নাতে,
বুঝিয়াছি : এই গান আসিয়াছে কত না গভীর বেদনাতে।
'শিক্‌ওয়া' এ নয়,—প্রশস্তি মোর ! এমন বাচন-ভঙ্গী তার,
বান্দা এবং খোদার মাঝারে বাঁধিয়াছে সেতু চমৎকার !

৬

দান-ভাণ্ডার খোলাই ত মোর : সে দান নেবার সায়েল্ কৈ ?
কারে আমি বল পথ দেখাইব, পথ-চলা সেই পথিক বৈ ?
শিক্ষা ত মোর সবার তরেই, কোথায় বল না ছাত্র তার ?
যেই মাটি দিয়ে গড়িব আদমে, সেই মাটি কই পাচ্ছি আর !
যোগ্য জনের শীর্ষেই আমি রত্ন-মুকুট দেই আনি,
নূতন পৃথিবী—তাও পেতে পারে থাকে যদি তার সন্ধানী !

৭

হৃদয় তোমার ঈমান-বিহীন, বাজু সে তোমার শক্তিহীন,
তোমরা নবীর উম্মৎ ? হায় ! শরমে তাঁহার মুখ মলিন !
বুৎ-ভাঙা দল বিদায় নিয়েছে, বাকী যারা তারা গড়িছে বুৎ,
'ইব্রাহিমের' ছেলেরা এখন 'আযর' সেজেছে—কী অদ্ভুত !
শারাব, জাম ও পানকারীদের দেখ্‌ছি এখন নূতন সব,
কা'বাও নূতন, ব্যুৎও নূতন ! চলিছে মজার কী উৎসব !

৮

তোমারই ছিলে উৎস একদা সত্য এবং সুন্দরের
লালা-ফুল সম ফুটিয়া উঠিতে অগ্রপথিক বসন্তের !
খোদার প্রেমিক ছিলো সকলেই—যেই দিন ছিলে মুসলমান।
'হরযায়ী' এই খোদার পায়েই করেছিলে সবে আত্মদান।
যাও না, এখন পূজা কর গিয়ে নূতন কোন-সে 'একযায়ী'র ?
খণ্ডিত কর মহামানবতা বিশ্বপ্রেমিক নূরনবীর !

আমর—হযরত ইব্রাহীমের পিতা। ইনি ছিলেন মূর্তি-নির্মাতা ও পৌত্তলিক।

www.pathagar.com

৯

ফযরে উঠিয়া নামায পড়িতে পাও তুমি আজ কষ্ট ঘোর
আমারে ভুলিয়া অলস-আবেশে নিদ্‌মহলায় রও বিভোর।
প্রগতিপন্থী তুমি ত এখন! রাখো নাক' রোজ রামজানে
এই কি তোমার প্রেমের নিশান? 'ওফদারী'র কি এই মানে?
ধর্ম দিয়েই মিল্লাৎ গড়ে, ধর্মহীনের নাহিক' মান,
আকর্ষণ না রইলে রহেনা চাঁদ-সিতারার আঞ্জুমান!

১০

কর্মবিমুখ অলস যাহারা—তোমরাই হ'লে সেই জাতি,
স্বদেশের প্রতি নাহিক' দরদ, উদাস খেয়ালে রও মাতি।
বজ্রপাতের অনুকূল তব জীর্ণ গৃহেই পড়িছে বাজ,
বাপদাদাদের মাজার বেচিয়া বেশ ত সবাই খেতেছ আজ!
কবর লইয়া তেজারতি করে যেসব ঘৃণ্য-ব্যবসাদার
মূর্তি পেলে যে বেচিবে না তারা—কোথায় তাহার অঙ্গীকার?

১১

মুছিল কাহারা কালের পাতায় চিহ্ন ছিল যা' কলঙ্কের?
মানব জাতির মুক্তি আনিল বন্ধন কাটি' দাসত্বের?
কা'বার কপোলে বোসা দিল কারা—তুলিল তৌহীদের আযান?
ছিনায়-ছিনায় গেঁথে নিল কারা আমার বাণী—সে পাক্-কুরআন্?
তারা কি তোমরা? সে ত তোমাদের বাপদাদা—যারা ছিল মহৎ,
তোমরা ত সব হাতে-হাতে রেখে ভাবিছ শুধুই 'ভবিষ্যৎ'!

১২

কী বলিলে তুমি? মুসলমানের 'হুর' সে শুধুই 'ওয়াদা' সার?
কান্না যতই হোক্ না করুণ, থাকা চাই কিছু যুক্তি তার!
শাশ্বত মোর, আইন-কানুন, শাশ্বত মোর নীতি-বিধান;
কাফির যখন মুসলিম হয়—সেও পাবে 'হুর' এক-সমান!
তোমাদের মাঝে কারা বল চায় সত্যিকারের 'হুর-কসুর'?
মুসাই ত নাই!—'তুর পাহাড়ে ত তেমনি করিয়া জ্বলিছে নূর'!

www.pathagar.com

১৩

লাভ-লোকসান এক তোমাদের, এক মঞ্জিল, এক মোকাম,
এক তোমাদের নবী ও রসুল, এক তোমাদের দীন্-ইস্‌লাম।
এক তোমাদের আল্লাহ্ এবং এক তোমাদের আল্-কুরআন্,
আফ্‌সোস, হায়, তবুও তোমরা এক নহ সব মুসলমান!
তোমাদের মাঝে হাজার ফিরকা, হাজার দল ও হাজার মত,
এমন জাতি কি দুনিয়ার বুকে খুঁজে পায় কভু মুক্তি-পথ!

১৪

কারা, বল, ত্যাগ করেছে আমার পাক-রসুলের পাক্-বিধান,
সুখ-সুবিধার যুক্তি-মাফিক কারা চলে আজ আযাদ-প্রাণ?
কাহাদের চোখে ভালো লাগে আজ অপর জাতির রূপ ও সাজ?
বাপ-দাদাদের তরীকাতে আজ চলিতে কাহারা হয় নারাজ?
অন্তরে নাই প্রেমের আগুন, আত্মাতে নাই তার দহন,
মুহম্মদের পয়গাম আর তোমাদের কারো নাই স্মরণ!

১৫

মস্‌জিদে আজ নামায পড়িতে যায় সে শুধুই গরীব লোক,
তারাই এখন রোজা রাখে সব—যতই না কেন কষ্ট হোক্!
গরীব যাহারা তাদের মুখেই শুনি যাহা-কিছু আমার নাম,
তারাই দিতেছে গৌরবে ঢাকি' তোমাদের যত অসৎ কাম।
ধনীরা ত সব মত্ত-মাতাল শারাব পিয়ে সে সম্পদের
গরীব রয়েছে বলেই আজিও জ্বলিছে চেরাগ মিল্লাতের!

১৬

কওমের যারা ওয়ায়েজ, তারা ধার ধারে নাক' সুচিন্তার,
বিদ্যুৎ সম তাদের কথায় হয় না এখন আছর আর।
রোমস্ রয়েছে আযানের বটে, আযানের রুহ্ বেলাল নাই
ফালসুফা আছে প্রাণহীন পড়ে', আল্‌গাজালীরে কোথায় পাই!
মস্‌জিদ আজি মর্সিয়া গায়—নামাযী নাহিক' তার ভিতর,
হেজাযীরা ছিল যেমন—তেমন কোথায় মিলিবে ধরার 'পর!

আল্-গাজালী—বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক।

www.pathagar.com

১৭

খুব কহিছ : দুনিয়া হইতে বিদায় নিতেছে মুসলমান!
প্রশ্ন আমার : মুসলিম কোথা? সে কি আজো আছে বিদ্যমান?
চলন তোমার খৃস্টানী, আর হিন্দুয়ানী সে তমদ্দুন্,
ইহুদীও আজি শরম্ পাইবে দেখিলে তোমার এ-সব গুণ!
হ'তে পার তুমি সৈয়দ, মীর্জা, হ'তে পার তুমি সে আফ্গান্,
সব কিছু হও, কিন্তু শুধাই : বলত' তুমি কি মুসলমান?

১৮

সত্য-ভাষণে মুসলমানের কণ্ঠ ছিল সে সুনির্ভীক,
সবার প্রতিই অপক্ষপাত ন্যায্য বিচার করিত ঠিক।
বৃক্ষের মত স্বভাব তাহার নম্র হইত ফল-ভরে,
ধৈর্য, সাহস, বীর্য ও বল ছিল তাহাদের অন্তরে।
প্রীতি-উৎসবে সে ছিল যেমন অধরে স্নিগ্ধ লাল-শারাব,
ত্যাগে ছিল তার তেমনি আবার পান-পিয়ালার রিক্তভাব।

১৯

ক্ষতের যেমন ছুরিকা, তেমন মিথ্যার ছিল মুসলমান
আর্শিতে তার পান্নার মত কীর্তি ছিল সে দীপ্তিমান।
আপন বাহুর তাকতের পরে ছিল সুগভীর আস্থা তার,
মৃত্যুর ভয়ে তোমরা কাতর—ভয় ছিল তার শুধু খোদার!
পুত্র যদি সে লায়েক না হয়, পিতার শিক্ষা যদি না পায়,
পিতৃধনে সে কেমন করিয়া অধিকারী, বল, হইতে চায়!

২০

ভোগ-বিলাসেতে তন্ময় তুমি, অসাড় এখন তোমার প্রাণ,
তুমি মুসলিম? মুসলমানের এই আদর্শ? এই বিধান?
নাইক' আলীর ত্যাগের সাধনা, নাই সম্পদ ওস্মানের,
কেমন করিয়া আশা কর তবে তাদের রুহানি সংযোগের!
মুসলমানের তরেই তখন সে-যুগ করিত গর্ববোধ,
কুরআন্ ছাড়িয়া এখন হয়েছ যুগ-কলঙ্ক, হায় অবোধ!

www.pathagar.com

২১

তোমরা এখন হিংসা-কাতর, তাহাদের ছিল উদার মন,
ঢাকিত তাহারা এ-ওর আয়েব, তোমরা করিছ অন্বেষণ!
'সুরাইয়া' সম উর্ধ্বে উঠার দেখিছ স্বপন সুরঙীন,
তার আগে কর দিল্ প্রস্তুত, হও মুসলিম—হও মু'মিন্।
তারা লভেছিল ইরানের তাজ—'কাইকাউসে'র সিংহাসন,
বাক্য শুধুই সার তোমাদের—মর্যাদাহীন সব এখন!

২২

আত্মঘাতী সে তোমাদের নীতি,—ছিল তাহাদের আত্মজ্ঞান,
তোমরা মারিছ ভাইকে, তাহারা মরিত—রাখিতে ভায়ের প্রাণ।
তোমরা সবাই বাক্য-বাগীশ, তারা ছিল সব কর্মবীর
তোমরা কাঁদিছ কুঁড়ির লাগিয়া, ছিল তাহাদের ফুল-প্রাচীর।
আজিও জগৎ গাহিছে তাদের কীর্তিগাথা সে বীরত্বের
সৃষ্টির বুকে জ্বলিছে আজিও স্মৃতিচিহ্ন সে গৌরবের।

২৩

তারার মতন সেদিন শোভিতে তোমার জাতির আস্‌মানে
হিন্দের জড়-মায়ায় তোমার ব্রাহ্মণও আজ হার মানে!
উড়িবে বলিয়া বাসা ছেড়ে তুমি ঘুরিয়া মরিছ লক্ষ্যহীন
আগেই ছেড়েছ কর্ম তোমার—এখন ছাড়িলে তোমার দীন্!
নব্য-যুগের সভ্যতা-মোহে কাটিয়া ফেলিলে সব বাঁধন
কা'বা ছেড়ে সবে মন্দিরে এসে বাসা বাঁধিয়াছ হায় এখন!

২৪

কায়েস্ এখন রয় না বসিয়া বিজন-মরুর প্রান্তরে
শহরবাসী সে হয়েছে এখন—প্রমোদ-ভবনে বাস করে!
দিওয়ানা সে, তাই মরু বা শহরে যেখানে খুশি সে সেখানে যাক্—
চাও বুঝি—একা লায়লীই তার মুখপানে চেয়ে বসিয়া থাক?
দারাজ কণ্ঠে শুনায়োনা আর প্রেমের যুলুমবাজির গৎ
প্রেমিক হইবে মুক্ত-স্বাধীন—বন্দিনী র'বে প্রেমাস্পদ?

সুরাইয়া—নক্ষত্র বিশেষ। কাইকাউস—চিনের বাদশা।

www.pathagar.com

২৫

নয়া যামানার আগুন লেগেছে, পাবেনাক' কেউ পরিত্রাণ,
সে-আগুনে আজ পুড়িতেছে যত ক্ষেত-খামার ও গুলিস্তান্।
প্রাচীন জাতিরা ইন্ধন আজি সেই লেলিহান যুগ-শিখায়
দীন-ইসলামের আঁচলেও বুঝি সে আগুন এসে লাগিল হায়!
থাকে যদি আজ তোমাদের মাঝে ইব্রাহিমের সেই ঈমান,
এ-আগুন তবে হইবে আবার স্নিগ্ধ-শীতল ফুল-বাগান।

২৬

অশ্রু ফেলো না হেরিয়া, হে মালি, দৈন্য তোমার মালঞ্চের,
ফুটিবে কুঁড়িরা তারার মতন, নব-বসন্ত আসিবে ফের।
সব রিক্ততা অবসান হবে—নব-পল্লব-গৌরবে
শহীদী খুনের রং মেখে ফের ফুটিবে গোলাব সৌরভে।
ওই চেয়ে দেখ—প্রভাত-আলোয় রাঙা হয়ে আসে পূব-আকাশ,
নূতন সূর্য উঠিবে এবার—এইত তাহার পূর্বাভাস!

২৭

পুরাতন এই সৃষ্টির বাগে ফল খেয়েছে সে অনেক জাত
অনেকে আবার ভোগ করিয়াছে ব্যর্থ আশার তুষার-পাত!
অনেক তরুই রয়েছে হেথায়—শুষ্ক বা কেউ, কেউ সবল,
অনেকে এখনো জন্ম লভেনি, রয়েছে গোপন মাটির তল।
ইস্‌লামের এই বিশাল তরুটি অতুল ধরায় ফল-শোভায়
এ ফল ফলেছে মুমিন মালীর বহু-শতাব্দী কর্ষণায়।

২৮

তোমারে বাঁধিতে পারেনিক' কোন স্বদেশ-ভূমির মাটির রূপ,
'মিসর' তোমার 'কিনান্' সমান—দেশকালজয়ী তুমি 'য়ূসুফ্'
ছুটিবে আবার এ নয়া কাফেলা—দাও বাজাইয়া ঘণ্টা তার,
সামান্ তাহার নহে বেশি ভার, ছুটিবে সে দ্রুত মরুর পার।
পিল্‌সুজ্ সম তুমি আছ নীচে, উর্ধ্বে রয়েছে দীপ-শিখা,
সব সংশয় দূর হয়ে যাবে জ্বলিলে তোমার বর্তিকা।

www.pathagar.com

২৯

দুঃখ কিছুই নাহিক তোমার ইরান যদিই হয় বিরান
পিয়ালায় নাহি হয় পরিচয় লাল-শিরাজীর মূল্যমান।
বিজয়ী-গর্বী তুর্কী-তাতার দিয়েছে প্রমাণ এই কথার;
মূর্তি-পূজক যাহারা—তারাই শ্রেষ্ঠ রক্ষী হয় কা'বার!
সত্য-তরীর মাঝি তুমি চির-ঊর্মি-মুখর সমুদ্রের,
নূতন যুগের যুল্‌মাৎ-রাতে ধ্রুবতারা তুমি এ-বিশ্বের!

৩০

বুলগারগণ আসিছে ধাইয়া তুর্কীর পানে—কিসের ভয়?
গাফিল দিগের হুঁশিয়ারি এযে—যাতে তারা সব সজাগ হয়।
দুঃখ করিছ কেন এ বিপদে? ভাবিছ কেন এ অকল্যাণ?
এই ত তোমার আত্ম-শক্তি—বলবীর্যের ইমতিহান্!
দুষ্‌মন্‌দের যুদ্ধ-অশ্ব আসুক না রণ-হুঙ্কারে,
সত্যের নূর নিভিতে পারে না শত্রুসেনার ফুৎকারে।

৩১

বিশ্বের চোখে আজো রহিয়াছে তোমার স্বরূপ সংগোপন
তোমার বিহনে হবে না খোদার পূর্ণ আত্ম-উন্মোচন।
যুগের জীবন বেঁচে আছে শুধু তোমার লহুর উষ্ণতায়
ভাগ্য-তারকা জ্বলিছে আকাশে তব খেলাফৎ-প্রতীক্ষায়!
এখনো তোমার বাকী আছে কাজ, ফুরসৎ নাই বিশ্রামের,
পূর্ণ করিয়া জ্বালাও এবার নূরের প্রদীপ তৌহিদের।

৩২

কুঁড়ির ভিতরে গন্ধ হইয়া থেকো নাক' আর বন্ধ-দ্বার,
তোমার গন্ধে আমোদিত হোক আবার ধরার বাগবাহার।
বালুকণা হ'য়ে থেকো নাক' আর—বিয়াবান সম হও বিশাল
মৃদু-সমীরণ হউক তোমার ঝঞ্ঝা-তুফান প্রাণ-মাতাল।
তুচ্ছরে আজ করগো উচ্চ—প্রেমে ও পুণ্যে কর মহৎ
মুহম্মদের নামের আলোকে উজ্জ্বল কর সারা-জগৎ।

www.pathagar.com

৩৩

তোমার ফুল না ফুটিলে কেমনে গাবে বুল্‌বুল্‌ তারান্নুম্‌,
কেমনে ফুটিবে, কুসুম-কুঞ্জ পুঞ্জে তাবাস্‌সুম্‌!
তুমি যদি সাকী না হও, না হবে! শারাব-জামও রবে না আর,
তৌহীদ গেলে তুমি কোথা রবে? ভেবেছ কী হবে নতিজা তার?
বিশ্ববীণার তারে তারে আজো ধ্বনিছে এ মহা পূণ্যনাম,
নিখিল সৃষ্টি কম্পিত করি ওঠে মহাবাণী 'দীন-ইস্‌লাম'!

৩৪

আজো ঝঙ্কারি উঠিছে এ-নাম মরু-দিগন্তে গিরি-গুহায়
সাগর-তটিনী কুলুকুলু নাদে আজিও এ-নাম গাহিয়া যায়।
চীন-দেশে, মরু-মোরক্কে এ-নাম উঠিছে আজিও সকাল-শাম,
মুসলমানের ঈমানের তলে গোপন রয়েছে আজো এ-নাম।
কিয়ামৎ তক দেখিবে জগৎ এ নাম-দৃশ্য জ্যোতির্ময়,
মুহম্মদের স্মরণ-মহিমা পূর্ণ হইবে—সে নিশ্চয়।

৩৫

পৃথিবীর কালো আঁখি-তারা সম 'কালো দেশ' ওই আফ্রিকায়
হাজার হাজার বীর-শহীদান যার বুকে সুখে নিদ্রা যায়,
সূর্যের স্নেহ-পালিতা কন্যা—'হিলালী চাঁদের সেই সে দেশ,
প্রেমিক জনের 'বেলালী দুনিয়া'—বুকভরা যার অশেষ ক্লেশ,
এ নামের বারি পান করি সেই মরুর দেশও স্নিগ্ধ হয়,
নয়ন-জ্যোতিতে সিক্ত হইয়া—আঁখি-তারা যথা শান্ত রয়।

৩৬

জ্ঞান হোক্‌ তব বর্ম,—প্রেমের তলোয়ার লও হস্তে ফের
ওরে বে-খেয়াল! জানোনা কি—তুমি খলিফা আমার মাখ্‌লুকের?
অগ্নিবাণী—সে তক্‌বীর তব উজল করিবে সারা জাহান,
মুস্‌লিম হ'লে তক্‌বীরই তব হইবে তকদীরের সমান।
মুহম্মদেরে ভালোবাসা যদি ভালোবাসা পাবে তবে আমার,
'লউহ্‌-কলম্‌' লভিবে তোমরা—মাটির পৃথিবী সে কোন্‌ ছার!

তদ্‌বীর—প্রচেষ্টা। তকদীর—ভাগ্য, নসীব। 'লউহ্‌-কলম'—ভাগ্য-লেখনী।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলা ভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র